তারিখ: ১৫ই রাবিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরী
মোতাবেক ২৮ই আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

বিষয়: নিয়ামত সংরক্ষণ

حِفْظُ النِّعَمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ، أَدَّى الأَمَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، حَتَّى أَتَاهُ اليَقِينُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيرًا؛ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

✵ আল্লাহর প্রশংসা ও একাত্ববাদের সাক্ষ্য:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের খাসলত ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই, আর যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরিক নেই।

✵ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম:

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা, রাসূল, সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর মনোনীত ও পরম প্রিয় বন্ধু। তিনি আমানত পৌঁছে দিয়েছেন, নবুয়তের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং সুদৃঢ় ঈমান ও মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে যথোপযুক্ত জিহাদ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর অজস্র সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

✵ তাকওয়ার নির্দেশ (কুরআনের আয়াত):

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথোচিত ভয় করো এবং পরম আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

✳ সর্বোত্তম বাণী ও সুন্নাতের অনুসরণ:

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাত। দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবনই বিদআত, প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

✳ আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ও মানুষের উদাসীনতা

➤ আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত:

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত অগণিত এবং তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ ও প্রচুর। তিনি আমাদের কত কল্যাণ দান করেছেন, কত বিপদ দূর করেছেন এবং কত আজাব ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

আর তিনি তোমাদের যা চেয়েছ তার সবকিছুই দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত যালেম ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

➤ নিয়ামত হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য না বোঝা:

মানুষের একটি বড় ত্রুটি হলো—সে সাধারণত কোনো নিয়ামত হারিয়ে যাওয়া বা অদৃশ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত তার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না এবং তা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এর মূল্যায়ন বোঝে না।

➤ জীবনের নানা প্রয়োজনীয় নিয়ামত:

ঈমান ও নিরাপত্তা একটি বিরাট নিয়ামত, সুস্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিজন নিয়ামত, পানি ও বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত; এমনকি মানুষের বুকের ভেতরে আসা-যাওয়া করা প্রতিটি নিঃশ্বাসও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক একটি অমূল্য নিয়ামত।

✳ নিয়ামত সংরক্ষণের উপায়: গুনাহ থেকে দূরে থাকা

➤ নিয়ামত ধরে রাখার প্রধান শারয়ী মাধ্যম:

হে মুমিনগণ! কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় নিয়ামত ধরে রাখার নির্দিষ্ট কিছু উপায় রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো—পাপ ও গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকা। কারণ, গুনাহই নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া বা ধ্বংস হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ।

➤ কুরআনের দলীল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তা এ জন্য যে, আল্লাহ কখনো কোনো জাতিকে প্রদত্ত নিয়ামত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-আনফাল: ৫৩)

➤ সাইপ্রাস বিজয় ও আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ঐতিহাসিক শিক্ষা:

জুবায়ের ইবনে নুফাইর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَمَّا فُتِحَتْ قُبْرُصُ، فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِهَا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ جَالِسًا وَحْدَهُ يَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، مَا يُبْكِيكَ فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ؟ قَالَ: وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ تَرَكُوا أَمْرَهُ، بَيْنَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، لَهُمُ الْمُلْكُ، تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ، فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى

যখন সাইপ্রাস বিজিত হলো এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করা হলো, তখন তারা একে অপরকে দেখে কাঁদছিল। আমি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে একাকী বসে কাঁদতে দেখে বললাম: হে আবু দারদা! আল্লাহ যে দিনে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তিশালী ও সম্মানিত করলেন, সেই আনন্দের দিনে আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন: হে জুবায়ের! আফসোস তোমার জন্য! মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তখন তারা আল্লাহর কাছে কতটা তুচ্ছ ও অপদার্থ হয়ে যায়! এই জাতি একসময় প্রবল প্রতাপশালী রাজত্বের অধিকারী ছিল; কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশ ত্যাগ করল, ফলে আজ তাদের অবস্থা এই করুণ পরিণতিতে এসে ঠেকল।

➤ আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি:

مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ

আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন: কোনো বিপদ বা আজাব পাপ ছাড়া নাযিল হয় না, আর তওবা ছাড়া তা দূর হয় না।

➤ ইবনুল কাইয়্যিম (র.)-এর মন্তব্য ও শিক্ষা:

وَمِنْ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي زَوَالُ النِّعَمِ، وَحُلُولُ النِّقَمِ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেছেন: পাপের অন্যতম শাস্তি হলো নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া এবং আজাব নেমে আসা।

কত মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল, কিন্তু তারা যখন আনুগত্যের জায়গায় পাপ এবং নিরাপত্তার জায়গায় ফাসাদ বা অরাজকতা সৃষ্টি করল, তখন তাদের অবস্থা বদলে গেল এবং পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল।

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا   فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ
وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ   فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ

কাব্যানুবাদ

যদি পাও কোনো নিয়ামত, তবে যত্ন নিয়ো তার,
পাপীর পাপে হারিয়ে যায় সকল উপহার।
প্রভুর আনুগত্যে তাহে দাও সুরক্ষার ঢাল,
জেনে রেখো, তাঁর শাস্তির চাবুক বড়ই তীব্র ও উত্তাল।

✲ **নিয়ামত সংরক্ষণের দ্বিতীয় উপায়:** আল্লাহর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা)

➤ **শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব:**

নিয়ামত ধরে রাখার এবং বিপদ-আজাব দূর করার অন্যতম প্রধান উপায় হলো মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ঘোষণা করেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেছিলেন: যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (সূরা ইব্রাহিম: ৭)

➤ **সালাফ বা পূর্বসূরিদের অমূল্য বাণী:**

✦ **ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) বলেছেন:**

قَيِّدُوا نِعَمَ اللَّهِ بِالشُّكْرِ

আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে শুকরিয়ার মাধ্যমে বেঁধে (সংরক্ষিত) রাখো।

✦ **অন্যান্য পূর্বসূরিগণ বলতেন:**

الشُّكْرُ قَيْدُ الْمَوْجُودِ، وَصَيْدُ الْمَفْقُودِ

শুকরিয়া হলো বিদ্যমান নিয়ামতের শিকল এবং হাতছাড়া নিয়ামতকে শিকার করার ফাঁদ।

➤ **শুকরিয়া আদায়ের তিনটি মাধ্যম:** শুকরিয়া কেবল মুখে বলা নয়; বরং তা প্রকাশ পায় তিনটি উপায়ে:

১. অন্তরে: নিয়ামত যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা স্বীকার করা।

২. মুখে: আল্লাহর প্রশংসা ও জিকির করা।

৩. অঙ্গপ্রত্যঙ্গে: প্রদত্ত নিয়ামতকে পরম করুণাময় আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা।

যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা নির্দেশ দিয়েছেন:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا

হে দাউদের পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কাজ করে যাও। (সূরা সাবা: ১৩)

✻ নিয়ামত সংরক্ষণের তৃতীয় উপায়: পরিমিতিবোধ ও অপচয় রোধ

➤ পরিমিত ব্যবহারের নির্দেশ:

হে সৌভাগ্যবান মুমিনগণ! আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত অক্ষুণ্ন রাখার অন্যতম উপায় হলো এর ব্যবহারে পরিমিতিবোধ বজায় রাখা এবং সব ধরনের অপচয় বা অপব্যয় ত্যাগ করা।

✦ কুরআনের নির্দেশনা (আহার ও পোশাকের ক্ষেত্রে): আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

হে বনি আদম! তোমরা প্রতিটি সালাতের সময় তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিধান করো এবং খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা আল-আ'রাফ: ৩১)

✦ **অপব্যয়ের কঠোর পরিণতি ও শয়তানের ভাই:** আল্লাহ তাআলা আরও ঘোষণা করেন:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

আর আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার রবের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ। (সূরা আল-ইসরা: ২৬-২৭)

✻ বর্তমান সমাজের অপচয় ও জবাবদিহিতার ভয়

✦ অপচয় রোধ ও নিয়ামতের হিসাব

বর্তমান অবহেলার চিত্র: প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, অহেতুক আলো ও বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে রাখা এবং বেঁচে যাওয়া খাবার ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

জবাবদিহিতার ভয়: এগুলোর প্রতিটিই মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।

মূল বার্তা: পরকালে এসব নিয়ামতের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে—এই অনুধাবন থাকলে মানুষ কখনো অপচয় না করে পরিমিত ও সঠিকভাবে নিয়ামত ব্যবহার করত।

✦ **কুরআনের সতর্কবার্তা:** আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আত-তাকাসুর: ৮)

✦ **হাদীসের আলোকপাত (কিয়ামতের দিনের প্রশ্নমালা):**

আবু বারযাহ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ» [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ]

কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার দুই পা একচুলও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে:

১. তার জীবনকাল সম্পর্কে—তা কিসে অতিবাহিত করেছে?

২. তার জ্ঞান সম্পর্কে—সে অনুযায়ী কী আমল করেছে?

৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে—কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে?

৪. তার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে—তা কিসে ক্ষয় করেছে?" (তিরমিযী: ২৪১৭)

✵ **নিয়ামত সংরক্ষণের চতুর্থ উপায়:** নিয়ামতের হক আদায় করা

✦ **সম্পদের হক হলো জাকাত ও সাদাকা প্রদান করা।** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের জন্য দোয়া করো; নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩)

✦ আবু কাবশাহ আল-আনমারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ

সাদাকা করলে কোনো ধন-সম্পদ কমে না। (মুসলিম: ২৫৮৮, তিরমিযী: ২০২৯, সহীহ)

✦ জ্ঞানের নিয়ামত ও তা প্রচার করা:

জ্ঞানের হক হলো তা প্রচার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও (অন্যদের কাছে) পৌঁছে দাও..." (বুখারী: ৩৪৬১)

✦ **ক্ষমতা ও মর্যাদার নিয়ামত:**

ক্ষমতা, সামাজিক প্রভাব বা পদের হক হলো মানুষের প্রয়োজন মেটানো ও উপকার করা। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সে-ই, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (তাবারানী: ১২/৪৫৩, ১৩৬৪৬)

সুতরাং প্রতিটি নিয়ামতেরই একটি নির্দিষ্ট হক রয়েছে; আর যে ব্যক্তি তার হক আদায় করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তার সেই নিয়ামতকে হেফাজত করেন।

প্রথম খুতবার সমাপ্তি ও দোয়া

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা মহান কুরআনের মাধ্যমে আমাকে ও আপনাদেরকে বরকত দান করুন এবং এর আয়াত ও প্রজ্ঞাময় জিকির দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন। আমি আমার এই কথা বলছি এবং আমার ও আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা তাঁর কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁরই দিকে তওবা করুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى مِنْوَالِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

আল্লাহর যাবতীয় অনুগ্রহের জন্য তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, এবং তাঁর তাওফিক ও দানের জন্য জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে আহ্বানকারী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁর সুন্নাতের ওপর অবিচল থাকবেন তাঁদের সকলের ওপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো), গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁকেই ভয় করে চলো; এবং জেনে রেখো, নিশ্চিতভাবেই তোমাদেরকে তাঁরই দরবারে একত্র করা হবে।

✼ অকৃতজ্ঞতার পরিণতি ও প্রশিষ্টাচারের শিক্ষা

➤ অকৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বিলুপ্তির ঝুঁকি:

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা নিয়ামতের স্থায়ীত্ব ছিনিয়ে নেয় এবং দুর্ভাগ্য ও কষ্ট ডেকে আনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা উদাহরণ দিয়ে বলেন:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

আল্লাহ এমন এক জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত; সেখানে সব দিক থেকে প্রচুর জীবিকা আসত। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন। (সূরা আন-নাহল: ১১২)

➤ অকৃতজ্ঞতায় নিরাপত্তা ও রিজিক হারানো:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এখানে দুটি বিরাট নিয়ামত–নিরাপত্তা ও জীবিকাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, অকৃতজ্ঞতাই এই দুই নিয়ামত ধ্বংসের প্রধান কারণ।

➤ অকৃতজ্ঞতায় কারূনের অহংকার ও শোচনীয় পরিণতি:

কারূন যখন আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামতকে নিজের যোগ্যতা মনে করে বলেছিল:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

সে বলল: আমি তো কেবল আমার ভেতরের জ্ঞান ও দক্ষতার বলেই এটি পেয়েছি। (সূরা আল-কাসাস: ৭৮)

তখন তার পরিণতি হলো—আল্লাহ তাকে এবং তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলেন, যাতে নিয়ামতদাতার কথা ভুলে যে কেবল নিয়ামত নিয়ে অহংকার করে, তার জন্য সে এক চিরন্তন শিক্ষা হয়ে থাকে।

✳ সন্তানদের নিয়ামতের সম্মান শিক্ষা দান ও তা হেফাজত করার নির্দেশ:

➤ সন্তান ও নিজের প্রতি লালন-পালনের নির্দেশ:

হে মুসলিমগণ! আমাদের নিজেদের ও আমাদের সন্তানদের যে বিষয়ে গড়ে তোলা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো—আল্লাহর নিয়ামতকে সম্মান করা এবং তা অবহেলা ও অপচয় থেকে রক্ষা করা।

➤ দৈনন্দিন জীবনে নিয়ামতের সুরক্ষা:

কখনোই খাবার সোজা ডাস্টবিনে ফেলা যাবে না, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় করা যাবে না এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে অর্থ-সম্পদ নষ্ট করা যাবে না। কারণ এসব নিয়ামত আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত।

➤ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সহজ মাধ্যম:

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বান্দার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, যে এক লোকমা খাবার খাওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ বলে) আদায় করে, কিংবা এক ঢোক পানীয় পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে। (মুসলিম: ২৭৩৪, তিরমিযী: ১৮১৬)

➤ শুকরিয়া স্থায়ীত্বের মূল চাবিকাঠি:

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো নিয়মিত শুকরিয়া আদায় এবং সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের যত্ন নেওয়া; কারণ এটিই নিয়ামত ধরে রাখার এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার সর্বোত্তম উপায়।

➤ খুতবার সমাপনী দোয়া

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَتَنَا الْمُرَابِطِينَ وَجَمِيعَ الْقَائِمِينَ عَلَى أَمْنِ الْبِلَادِ، وَثَبِّتِ الْأَرْضَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

➤ ঈমান ও হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা:

হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন এবং আমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করুন। কুফরি, ফাসেকী (পাপচার) ও অবাধ্যতাকে আমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

➤ ইসলাম, কুয়েত ও মুসলিম বিশ্বের সুরক্ষা:

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন। হে আল্লাহ! কুয়েত ও এর অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট ও অনিচ্ছাকৃত বিপদ থেকে রক্ষা করুন। এই দেশকে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে শান্তিময় ও নিরাপদ রাখুন।

➤ নিরাপত্তারক্ষীদের দৃঢ়তা ও সাহায্য:

হে আল্লাহ! আমাদের সীমান্ত পাহারাদার ভাইদের এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত সকলকে হেফাজত করুন এবং তাঁদের পদক্ষেপসমূহকে সুদৃঢ় রাখুন।

➤ রাষ্ট্রপ্রধানদের হেদায়েত ও দোয়ার ইতি:

হে আল্লাহ! আমাদের আমির ও যুবরাজকে আপনার পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজের তাওফিক দিন এবং তাঁদেরকে সৎকর্ম ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন। আমাদের শেষ দাবি–যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

(জুমুআর আদর্শ খুতবা প্রণয়ন কমিটি, কুয়েত)